তারিখ ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩
AUG 25 2002

বেসরকারি স্কুল-কলেজের পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন

স্থানীয় সাংসদদের তৎপরতায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে সাতক্ষীরার ৩০ প্রতিষ্ঠানে

সুভাষ চৌধুরী, সাতক্ষীরা থেকে : দেশের উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুল এবং কলেজসমূহের পরিচালনা পরিষদকে দলীয়করণের লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক সাম্প্রতিক প্রজ্ঞাপনের জের ধরে সাতক্ষীরার প্রায় ৩০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক ধরনের আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। সংশ্লিষ্ট এলাকার সংসদ সদস্যগণ ইতিমধ্যেই ওইসব বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে তাদের প্রভাববলয় তৈরি করেছেন। তারাই ওইসব প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান হবেন কিংবা তাদেরই মনোনীত দলীয় কাউকে এই দায়িত্ব দেওয়া হবে এমন প্রচারণা দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধানরা যদি দলীয় লোক না হন, কিংবা তারা যদি সংখ্যালঘু হন এমনকি অন্যান্য শিক্ষক-কর্মচারীরাও যদি এই আওতায় পড়েন তবে তাদেরকে বিদায় দেওয়া হবে এমন ঘোষণাও দেওয়া হয়েছে বেশ জোরেশোরে।

গত ৮ জুলাই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসচিব সৈয়দ জগলুল পাশা স্বাক্ষরিত এই প্রজ্ঞাপন জারির পর থেকেই সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। তারা দলীয়করণের এই ঘোষণার ফাঁকফোকর খুঁজে কিভাবে প্রতিষ্ঠানকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখতে পারেন তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করছেন। এমনকি বোর্ড, জেলা শিক্ষা অফিস এবং বিভাগীয় পর্যায়ের উপ-পরিচালক অফিসে বারবার যোগাযোগ করে চলেছেন। খবর কয়েকজন অধ্যক্ষ, প্রধান শিক্ষক এবং শিক্ষক সমিতি কর্মকর্তা সূত্রের।

চেয়ারম্যান মনোনয়ন, গভর্নিং বডি গঠন, ক্ষমতা ও দায়িত্ব সম্পর্কিত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড সমূহের রেজুলেশনস ১৯৭৭-এর ধারাসমূহ সংশোধন করে জারিকৃত প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, চেয়ারম্যান পদে মনোনয়নের জন্য স্থানীয় সাংসদ, ডিসি, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষাবিদ এবং সমাজসেবকদের মধ্য থেকে নাম পাঠাতে হবে। সাংসদরা যেসব প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান হতে আগ্রহী সেগুলোর নাম উল্লেখ করে জেলার ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর মাধ্যমে শিক্ষামন্ত্রী বরাবর পাঠাতে হবে। সাংসদ যে যে প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান হতে অপারগতা প্রকাশ করবেন সেসব প্রতিষ্ঠানের জন্য তিনি ডিসি, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবকদের মধ্য থেকে একজনের নাম সুপারিশ করে জেলার ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর মাধ্যমে শিক্ষামন্ত্রীকে অনুরোধ জানাবেন। অপরদিকে এ সংক্রান্ত অনুমোদন পাওয়ার পর ওই চেয়ারম্যান সহকারে শিক্ষা বোর্ড গভর্নিং বডি পুনর্গঠন করবে। এছাড়া জেলার দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রীর পরামর্শ মোতাবেক চেয়ারম্যান পদ পুনর্বিন্যাস করা যাবে। অন্যদিকে চেয়ারম্যানের সুপারিশক্রমে ● শেষ পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৭

স্থানীয় সাংসদদের তৎপরতায় আতঙ্ক

● শেষের পাতার পর

বোর্ড ও শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনীত সদস্য পদে পরিবর্তন আনা যাবে। একই পদ্ধতি অনুযায়ী এডহক কমিটি গঠন করতে হবে বলে প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে।

বেশ কয়েকটি উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুল এবং কলেজ প্রধানরা জানান, এই প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী স্থানীয় সাংসদরা বহুল ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েছেন। তারা এই মোক্ষম সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ইতিমধ্যেই জেলার ৩০টি প্রতিষ্ঠানের ওপর স্ব-স্ব দলীয় অবস্থান তৎপরতা বসানো শুরু করেছেন। তারা বলছেন, চারদলীয় জোটের রাজনৈতিক বলয় এতোই শক্ত যেকোনো প্রতিষ্ঠান প্রধানের পক্ষে স্থানীয় সাংসদের নাম বাদ দিয়ে অন্য কারো জন্য প্রস্তাব পাঠানো সম্ভব নয়। অপরদিকে সাংসদ তার নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী যেকোনো প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান পদ বেছে নেবেন। এছাড়া তিনি যে প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বভার গ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করবেন সেগুলোর ক্ষেত্রে সাংসদ যাদের নাম পাঠাবেন তারা কোনোক্রমেই জোট রাজনীতির বাইরের কেউ হবেন না এটা নিশ্চিত হয়ে গেছে। এমনকি কোনো প্রতিষ্ঠান যদি তার প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা বিবেচনায় সাংসদ বাদে অন্য কারো নাম প্রস্তাব করে পাঠানও সেক্ষেত্রেও জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী তার দল বজায় রাখার লক্ষ্যে ওই নাম পরিবর্তন করে চেয়ারম্যান পদ পুনর্বিন্যাস করতে পারবেন। এমনকি মনোনয়নপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তার খেয়াল-খুশি মতো বোর্ড ও অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনীত সদস্য পদে পরিবর্তন আনতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ জানান, প্রজ্ঞাপনের পুরো বিষয়টি সাংসদ এবং জেলার মন্ত্রীর ক্ষমতাকেন্দ্রিক। এক্ষেত্রে অরাজনৈতিক শিক্ষাবিদ, বিশিষ্ট সমাজসেবক, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তার অবস্থান খুবই গৌণ, যা একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য কল্যাণকর নয়।

প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ জানান, প্রজ্ঞাপন জারি হতে না হতেই জেলার সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলোতে সাংসদরা দলীয় এবং জোটগত প্রভাব ফেলতে শুরু করেছেন। কুমিল্লা মহিলা ডিগ্রি কলেজের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান আবদুল মোত্তালেব মৃত্যুবরণ করার তাঁর স্থলে তাঁর অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা স্ত্রীর নাম চেয়ারম্যান পদে সুপারিশ করে পাঠানোয় তালা-কলারোয়ার সাংসদ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন। প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, সাংসদ সেখানে যোগ্য না হওয়া সত্ত্বেও ওই প্রতিষ্ঠানে তাকে চেয়ারম্যান বানাতেই হবে এমন চাপ প্রয়োগ করে প্রতিষ্ঠান প্রধানকে নাজেহাল করেছেন। ওই সব এলাকার অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে চেয়ারম্যান হতে চান এই ইচ্ছা ব্যক্ত করে ওই সাংসদদের ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক স্বজনরা ঘোষণা দিতে শুরু করেছেন। প্রয়োজনে কয়েকজন প্রতিষ্ঠানি প্রধানকে রাজনৈতিক তোপের মুখে অপসারিত করার ষড়যন্ত্রও শুরু করেছেন তারা। প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী বহুল ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে একজন সাংসদ পাটকেলঘাটা হারুন-অর-রশীদ কলেজের দুজন প্রভাষক এবং অধ্যক্ষকে লোক দেখানো মিটিঙের মাধ্যমে অপসারণ করে 'কাল থেকে কলেজে আসবেন না' বলে দিয়েছেন। ইতিমধ্যেই শ্যামনগর-নকিপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মোঃ গিয়াসউদ্দিনকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠিয়ে সেখানে স্থানীয় জামাতি সাংসদ বসিয়েছেন চারদলীয় জোটের থানা পর্যায়ের লিয়াজোঁ কমিটি প্রধান এক বিএনপি নেতাকে। একই ধরনের দাপট দেখিয়ে পাটকেলঘাটা হাইস্কুলের প্রবীণ প্রধান শিক্ষক শেখ মোবারক আলীকে জোরপূর্বক অপসারণের সব ব্যবস্থা সম্পন্ন করা হয়েছে।

খোঁজ-খবর নিয়ে জানা গেছে, জেলার উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের বিদ্যালয় এবং উচ্চ মাধ্যমিক কলেজের সংখ্যা ৩০। প্রজ্ঞাপন জারি করে দলীয়করণের প্রক্রিয়া শুরু হওয়াতে তারা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। যারা কথা শুনবেন না প্রয়োজনে তাদেরকে প্রতিষ্ঠান থেকে জোর করে বের করে দেওয়ার মানসিকতা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রচার প্রপাগান্ডা শুরু করা হয়েছে।